08 JUL 1997

ইংরেজী ভাষা পরিত্যাগের বিপদ

এম এ বাকী
বার-এ্যাট-ল'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চা খেতে খেতে আমার বন্ধু রাজ্জাক মোল্লা একদিন বাসুদেব ব্যানার্জীকে বলেন, "বানার্জী, ছোটকালে স্কুলে আমাকে গুরু মহাশয় বলেছিলেন—তুইতো মোসলমানের ছেলে—ক অক্ষরে গো মাংস-স্কুলে কেন সময় নষ্ট কচ্ছিস? অথচ এখন দেখ, আমরা তোদের তুলনায় লেখাপড়ায় কত ভাল।" পাকিস্তানই গরীবের সন্তান রাজ্জাক মোল্লাকে এ সুযোগ দিয়েছিল। অথচ এই স্বাধীন দেশে আজ আমরা নতুন করে শিক্ষার বৈষম্যের দ্বারা এক ধরনের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সৃষ্টি করেছি, যা শুধু সংবিধান বিরোধীই নয়—আমাদের দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের ধর্ম-বিরোধী এবং সভ্যতা ও মানবতার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

অনেকে বলেন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি বিখ্যাত ব্যক্তিদের ইংরেজ প্রীতি ছিল। কথাটা সত্যি নয়, আমার মনে হয় তারা খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। তাদের ইংরেজ প্রীতি ছিল না—ইংরেজী এবং ইংরেজের যে জ্ঞান ছিল তার প্রীতি ছিল। এ প্রসঙ্গে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাইস চ্যান্সেলর স্যার হেনরী মেন-এর একটা উক্তি তুলে ধরছি। এতে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং সত্যিকার বুদ্ধিজীবীর তফাৎটা পরিষ্কার হবে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৭ সালে, ছাত্র বলতে একচেটিয়া বর্ণ হিন্দু সন্তানেরা, মুসলমান তখনও আধুনিক শিক্ষা বয়কট করে চলেছে।

এই স্যার হেনরী মেন পরে কেমব্রিজের (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি) অধ্যাপক হন। তদানীন্তন বাঙ্গালীরা (উচ্চবর্ণের হিন্দুরা) কি জন্য ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার মতে কারণটি ছিল এই ঃ

"Finding that their own systems of thought was embarrassed in all its expressions by the weight of false physics, elaborately in accurate, careless of precision of magnitude, number and time, the educated bengalis were turning to Western thought, specially in it's scientific form."

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে তারা আধুনিক জ্ঞান করে ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—ফলে সময়ে তারা ইংরেজদের একজন সমান প্রতিপক্ষই হয়েছিলেন—ফলত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছাড়া ইংরেজ এবং হিন্দুদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য মুসলমানদের আর কেউই ছিল না। তেমনি মুসলমান আমলেও তারা আরবী-ফার্সী শিখে নানা রাজকার্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং শাসকদের শক্তি ও দুর্বলতা জেনে ঠিক সময়েই আঘাত করেছিলেন।আর আমরা ...? এজন্য আজও তারা বহু ব্যাপারে আমাদের আমাদের চাইতে বহু দূর এগিয়ে আছে। এ ব্যাপারে আমার একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের একটা উক্তি মনে পড়ে। তিনি স্পেনো মুসলমানদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, "The Arabs took what they found, built upon it and left the process to their posterity". অর্থাৎ আরবেরা যেখানে যা ভাল পেয়েছে তা গ্রহণ করেছে—তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং এ সমৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ তাদের পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছে। এটা অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান আহরণের কথা। আমাদের প্রিয়নবী (সঃ) জ্ঞান আহরণের জন্য তৎকালের দুর্গম অঞ্চল চীন পর্যন্ত যেতে বলেছেন। স্পেনের আরবদের উন্নত শিক্ষার এই অবদান পরবর্তীকালে ইউরোপীয় Renaissanee-এ সাহায্য করে।

যাক আমি অন্য প্রসঙ্গে এসে গেলাম। আমার কথা হলো—ইংরেজী এখনও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম মাধ্যম। এজন্য এর দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করে সামান্য কিছু সুবিধাভোগী এর ফল ভোগ করবে এটা হতে পারে না। এটা শুধু সংবিধান বিরোধীই নয়—সভ্যতা, মানবতা এবং আমাদের ধর্ম বিরোধীও। সত্যিকার প্রতিভার অধিকারী গরীবের সন্তান কেন এ সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে? দেশও কেন তার অবদান হতে বঞ্চিত হবে? এ প্রেক্ষিতে আমার অভিমত ঃ

১। এদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বের সহিত চালু করতে হবে।

২। এইচএসসি হতে সকল শিক্ষার মাধ্যম পূর্বের মত ইংরেজী করতে হবে। যারা শুধু বাংলা পড়তে চায়—তারা বাংলা ভিন্নভাবে পড়বে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা বাধ্যতামূলক করতে হবে। যারা সুবিধাভোগী তাদের ছেলে-মেয়েরা অবশ্য অর্থের/পদের কারণে বিদেশে বা ভাল প্রতিষ্ঠানে পড়তে পারবে—কিন্তু এমতাবস্থা চালু করলে গরীবের ছেলে-মেয়েরাও অন্তত ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতায় আসতে পারবে এবং স্বীয় প্রতিভার বলে নিজস্ব স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। এক কথায় তার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে যে দ্বার বন্ধ করা হয়েছে সেটা অন্তত কিছুটা খুলে দেয়া যাবে। জাতিও বিশ্বে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাবে।

৩। অথবা এ মর্মে আইন করতে হবে, যে সকল ছেলে-মেয়ে এদেশে বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করেছে শুধু তারাই এ দেশে সকল চাকুরী-বাকুরী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ পাবে। সেটা সরকারী হোক বা বেসরকারী হোক, দেশে বা বিদেশে বাংলাদেশের সঙ্গে জড়িত কোন সংস্থা হোক। যদি মরতে হয় সবাই—এক সঙ্গে। নতুন ধরনের বর্ণ সৃষ্টি নয়। যারা জাতির স্বার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ সকল পদক্ষেপের বিরোধী তারা সবাই জাতীয় শত্রু এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোক কখনই নয়। দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তথাকথিত এ নব্য বুদ্ধিজীবীদেরকে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে বা এদের কর্ণপাত করলেও এদেশের ধ্বংস অনিবার্য, আর তারাও বোধহয় তাই চায়।

একটা কথা বলে শেষ করছি। সে দিন আমার এক বন্ধুর এসএসসি পাস মেয়ে আমাকে বলল যে, সে বিদেশী সাহায্যে চালিত একটি প্রতিষ্ঠান চাকুরীর ইন্টারভিউ দিয়েছিল। বোর্ডে দু'জন দেশী ও একজন সাহায্যদাতা দেশের লোক ছিলেন। দেশীয় ভদ্রলোক দু'জন তাকে বাংলায় প্রশ্ন করেছে—সে উত্তর ও দিয়েছে। কিন্তু বিদেশী ভদ্র লোক তাকে যখন ইংরেজীতে প্রশ্ন করে তখন সে বাঙ্গালী দু'জনকে বাংলায় বা বুঝেছে কিন্তু ইংরেজীতে উত্তর দিতে পারছে না। তার চাকুরীও হয়নি।

(সমাপ্ত)